কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি, ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট-খুলনা এবং সাতক্ষীরা ভৌগলিক কারণে এদেশের দক্ষিণে অবস্থিত এবং কৃষি পরিবেশিক ভিন্নতার জন্য জেলাগুলোতে কৃষিতে তেমন উন্নতি সাধন হয়নি। এ জেলাগুলোতে প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন বন্যা, সাইক্লোন এবং লবনাক্ততা একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় উন্নত চাষাবাদ সুবিধাও এখানে সীমিত। এইসব জেলাগুলোতে কৃষিতে আশানুরুপ সফলতা এখনো আসেনি।

গোপালগঞ্জ বেসিনটি গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাট, নড়াইল এবং খুলনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। জেলাটি কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল (AEZ) ১০, ১২, ১৪, ১৯ এ অবস্থিত। এই কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলে কোন বিএআরআই এর গবেষণা কেন্দ্র নাই। ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে গোপালগঞ্জ বেসিন গুরুত্বপূর্ন হলেও কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ এখনো এ অঞ্চলে পৌঁছেনি। এছাড়াও দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে কোন গবেষণা কেন্দ্র না থাকায় পর্যাপ্ত গবেষণা এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনসম্ভব হচ্ছেনা। গবেষণা পর্যায়ে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে যে ফলন সুপারিশ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে কৃষক পর্যায়ে সে পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে না। ফলন পার্থক্য কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক অনফার্ম গবেষণা, প্রদর্শন এবং কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাসমান কৃষি, জলমগ্ন কিঞ্চিৎ লবণাক্ত জমিতে বৈচিত্রপূর্ণ ফসল আবাদের পাশাপাশি কৃষির বৈচিত্র নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এটি নির্মিত হয়েছে। এ কেন্দ্রটি গবেষণার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক ভূ'মিকা রাখবে । এছাড়াও

১) গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গুনগতমান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহকরণ

২) গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের এলাকা উপযোগী সবজি, ফল, ডাল, আলু, তৈলবীজ এবং দানাদার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের আয় বাড়ানো

৩) প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে বারি উদ্ভাবিত ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো

৪) বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি সমূহ লিফলেট, বুকলেট ও সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে কৃষক ও সম্প্রসারনবিদদের মাঝে বিতরণ

৫) এলাকা ভিত্তিক ফসল ধারা উন্নয়ন

৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকরা গবেষণাগারে গবেষণা করার সুযোগ পাবে । বিশেষ করে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের এমএস ও পিএইচডি বিষয়ে গবেষণা করতে পারবে।